যায়যায়দিন

তারিখ 08 OCT 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

১১ ডিগ্রি কলেজের বেতন ভাতা ছাড় দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বরিশাল অফিস

ডিগ্রি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের কারণে বন্ধ করে দেয়া ৫০ কলেজের মধ্যে ১১টি কলেজের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ছাড় দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বেতন বন্ধ থাকা যেসব কলেজের পক্ষ থেকে আদালতে মামলা করা হয়েছে সেসব কলেজ এ তালিকায় নেই। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালে ঘোষিত ডিগ্রি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের জন্য সরকার দেশের মোট ৫০টি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়। ফলে চলতি বছরের মে মাস থেকে এসব কলেজের ডিগ্রি স্তরের শিক্ষকরা বেতন-ভাতার সরকারি অংশ পাচ্ছেন না। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব কলেজের বন্ধ হওয়া বেতন-ভাতা ছাড় দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্যোগ হিসেবে বেতন বন্ধ থাকা কলেজগুলোর মধ্যে চলতি বছর ঘোষিত ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফলে যেসব কলেজের কমপক্ষে পাঁচজন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ১১ কলেজের সরকারি বেতন-ভাতা ছাড় দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সম্পর্কিত একটি চিঠি শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোতেও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাঠানো হচ্ছে।

শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খান হাবিবুর রহমান জানান, তবে বেতন-ভাতা বন্ধ থাকা কলেজগুলোর মধ্যে যারা বেতন-ভাতার জন্য আদালতে মামলা করেছে সেসব কলেজের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি মন্ত্রণালয়। কারণ আদালতের সিদ্ধান্ত ছাড়া এ বিষয়ে এ মুহূর্তে মন্ত্রণালয়ের কিছু করণীয় নেই বলে সূত্র জানায়।

জানা গেছে, ডিগ্রি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে মন্ত্রণালয় দেশের যে ৫০টি কলেজের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে তার মধ্যে বরিশালের রয়েছে সাতটি। তবে বেতন ছাড় দেয়ার ১১ কলেজের মধ্যে বরিশালের দুটি কলেজের নাম রয়েছে। এ দুটি হচ্ছে বরিশাল সদরের শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজ ও বাকেরগঞ্জের হযরত আলী ডিগ্রি কলেজ।

অন্য কলেজগুলোর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের শর্ত পূরণ করতে পারেনি তিনটি কলেজ। অর্থাৎ চলতি বছরের ডিগ্রি পরীক্ষায় এ কলেজগুলোর ন্যূনতম পাঁচ পরীক্ষার্থী পাস করেনি। এছাড়া মামলা করার কারণে বানারীপাড়া ডিগ্রি কলেজ ও বানারীপাড়ার বাইশারী কলেজ বেতন বন্ধের জটিলতায় আটকে রয়েছে।

শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বেতনের সরকারি অংশের দাবি করে ৫০ কলেজের মধ্যে ১৯টি কলেজ সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে।